মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৮

(১)হযরত ইসা রা. যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন অনেক লোক তাঁর পেছনে পেছনে চললো। (২)সেই সময় একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললো, "হুজুর, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে পাকসাফ করতে পারেন।" (৩)তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাকসাফ হও!" তখনই সে কুষ্ঠরোগ থেকে পাকসাফ হয়ে গেলো। (৪)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "দেখো, তুমি এই বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না; কিন্তু ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও আর তাদের কাছে প্রমাণ হিসেবে হযরত মুসা আ. যে-কোরবানির হুকুম দিয়েছেন তা আদায় করো।"

(৫)হযরত ইসা আ. যখন কফরনাহুম শহরে ঢুকলেন, তখন একজন রোমীয় সেনা অফিসার তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করে বললেন, (৬)"হুজুর, আমার গোলাম অবশরোগে বিছানায় পড়ে আছে এবং ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।" (৭)তিনি তাকে বললেন, "আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করবো।"

(৮)সেই রোমীয় সেনা অফিসার উত্তরে বললেন, "হুজুর, আপনি যে আমার বাড়িতে আসবেন, আমি তার যোগ্য নই! কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম সুস্থ হয়ে উঠবে। (৯)কারণ আমিও অন্যের অধীন এবং সৈন্যরা আমার অধীনে আছে। আমি একজনকে 'যাও' বললে সে যায় এবং অন্যজনকে 'এসো' বললে সে আসে। আমার গোলামকে 'এটি করো' বললে সে তা করে।" (১০)তার কথা শুনে হযরত ইসা আ. অবাক হলেন এবং যারা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো তাদের

বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইস্রাইল জাতির কারো মধ্যে আমি এমন ইমান দেখিনি।

(১১)আমি তোমাদের বলছি, পূর্ব-পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে এবং হযরত ইব্রাহিম আ., হযরত ইসহাক আ. ও হযরত ইয়াকুব আ. এর সাথে বেহেস্তি রাজ্যে খেতে বসবে; (১২)কিন্তু রাজ্যের সন্তানদের বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে তারা কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।” (১৩)হযরত ইসা আ. সেই রোমীয় সেনা অফিসারকে বললেন, “যাও, তুমি যেমন ইমান এনেছো, তোমার জন্য তেমনই হোক।” ঠিক তখনই তার গোলাম সুস্থ হয়ে গেলো।

(১৪)পরে হযরত ইসা আ. যখন হযরত সাফওয়ান রা.র বাড়িতে গেলেন, তখন দেখলেন, তার শাশুড়ির জ্বর হয়েছে এবং তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। (১৫)হযরত ইসা আ. তার হাত ছুঁলেন, তাতে তার জ্বর ছেড়ে গেলো এবং তিনি উঠে তাঁর খেদমত করতে লাগলেন।

(১৬)সেদিন সন্ধ্যায় তারা ভূতে পাওয়া অনেক লোককে হযরত ইসা আ. এর কাছে নিয়ে এলো এবং তিনি কালাম দ্বারাই সেই ভূতদের ছাড়ালেন। যারা অসুস্থ ছিলো, তাদের সকলকে সুস্থ করলেন। (১৭)এভাবেই নবি হযরত ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে বলা একথা পূর্ণ হলো, “তিনি আমাদের সব দুর্বলতা তুলে নিলেন এবং আমাদের অসুস্থতা বহন করলেন।”

(১৮)হযরত ইসা আ. নিজের চারপাশে জনতার ভিড় দেখে লেকের ওপারে যাবার হুকুম দিলেন। (১৯)একজন আলিম এসে বললেন, “হুজুর, আপনি যেখানেই যান না কেনো, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো।” (২০)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখির বাসা আছে কিন্তু ইবনুল-ইনসানের মাথা রাখার জায়গা নেই।”

(২১)সাহাবিদের মধ্যে অন্য একজন তাঁকে বললেন, "হুজুর, আগে আমার পিতাকে দাফন করে আসতে দিন।" (২২)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "মৃতেরাই তাদের নিজ নিজ মৃতদের দাফন করুক কিন্তু তুমি আমাকে অনুসরণ করো।" (২৩)অতঃপর তিনি নৌকায় উঠলে তাঁর সাহাবিরাও তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন।

(২৪)লেকে ভীষণ ঝড় উঠলো আর ঢেউগুলো নৌকার ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়তে লাগলো যে, তাতে নৌকা ডুবে যাওয়ার মতো হলো; কিন্তু তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। (২৫)তারা গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "হুজুর, আমাদের বাঁচান! আমরা যে মরলাম!" (২৬)তিনি তাদের বললেন, "দুর্বল ইমানদারের দল, কেনো তোমরা ভয় পাচ্ছো?" এরপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাতাস ও লেককে ধমক দিলেন আর তখনই সবকিছু একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। (২৭)এতে তারা অবাক হয়ে বললেন, "ইনি কেমন মানুষ যে, বাতাস এবং লেকও তাঁর বাধ্য হয়?"

(২৮)তিনি যখন লেকের ওপারে গাদারীয়দের এলাকায় গেলেন, তখন ভূতে পাওয়া দু'ব্যক্তি গোরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে এলো। তারা এমন ভয়ঙ্কর ছিলো যে, কেউই সেপথ দিয়ে যেতে পারতো না। (২৯)হঠাৎ তারা চিৎকার করে বলে উঠলো, "হে আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, আমাদের সাথে আপনার কী? সময় না হতেই কি আপনি আমাদের যন্ত্রণা দিতে এখানে এসেছেন?" (৩০)তখন তাদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে বেশ বড়ো একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিলো।

(৩১)ভূতেরা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করে বললো, "আপনি যদি আমাদের তাড়িয়েই দিতে চান, তাহলে ওই শূকর পালের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।" (৩২)তিনি তাদের বললেন, "যাও!" সুতরাং তারা বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে ঢুকে গেলো

এবং তখনই সেই শূকরের পাল ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌঁড়ে গিয়ে লেকে পড়লো ও পানিতে ডুবে মরলো।

(৩৩)যারা শূকর চরাচ্ছিলো তারা পালিয়ে গেলো এবং গ্রামে গিয়ে সমস্ত ঘটনা- বিশেষভাবে ওই ভূতে পাওয়া লোকদের বিষয়ে- জানালো। (৩৪)তখন গ্রামের সমস্ত লোক হযরত ইসা আ. এর সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে এলো। তাঁর দেখা পেয়ে তারা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করলো, যেনো তিনি তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।